ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 125 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৫ ● কলকাতা ● ২৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ১০ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

একটাও বিতর্কিত কথা বলব না, আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী!'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া দিতেও গিয়েও দায়িত্বশীল মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। জানিয়ে নিলেন, তিনি সবার মুখ্যমন্ত্রী। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্যের উন্নতিতে মন দেওয়ার কথাও শোনা গিয়েছে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে।জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সোজা চলে যান ময়দানে পূর্ব দফতরের তাঁবুতে। সেখানে রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন ব্রিগেড ময়দানে শপথগ্রহণের পরই নতুন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠান বলে খবর। ময়দানে পূর্ত দফতরের তাঁবুতেই মুখ্যসচিবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয় বলে খবর। মুখ্যসচিব ছাড়াও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক

এরপর 3 পাতায়

পর্ব 284

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

একটা ছোট ক্যালেণ্ডার ছিল, তার উপর তারিখ প্রতিদিন কাটতাম। পরে পেনের কালি শেষ হয়ে গেলে ঐ তারিখ পেন দিয়ে ফুটো করতাম। একটা ছোট ছুরি ছিল যা দিয়ে নখ একটু কেটে পরে টেনে তুলে দিতাম। ছাই দিয়ে দাঁত মাজতাম। স্নানের জন্য একটা সাবান ছিল, তা কবে শেষ হয়ে গিয়েছিল। গাছের পাতা দিয়েই সাবানের মত ঘসতাম আর স্নান করতাম।

ক্রমশঃ

মুখ্যসচিব পদে সিইও মনোজ আগরওয়াল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চ্যালেঞ্জ সামলে বাংলায় রক্তপাতহীন, স্বচ্ছ ভোট পরিচালনার পুরস্কার পেতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল । এবার তাঁকে নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে বলে গুঞ্জন। নতুন বিজেপি সরকার মনোজ আগরওয়ালকে মুখ্যসচিব পদে বসাতে পারে। যদিও এনিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি এখনও।ছাব্বিশের ভোটের আগে তাঁকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব দেয় কমিশন। এসআইআর পর্ব মিটিয়ে ভোটার তালিকা প্রকাশ থেকে ভোট ঘোষণার পর ধাপে ধাপে সমস্ত কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে করেছেন মনোজ আগরওয়াল। গোড়া থেকে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে জেলাশাসক থেকে সমস্ত নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ঘনঘন বৈঠক করে দিকনির্দেশ দিয়েছেন। কোথাও কোনও সমস্যা হলে তা নিজের হাতে সমাধান করেছেন। সর্বোপরি রাজ্যে দু'দফা নির্বাচন এত নির্বিঘ্নে হয়েছে, যা সাম্প্রতিককালের মধ্যে বিরল। ফলে রাজ্যের সিইও হিসেবেও কার্যত একশোয় একশো পেয়ে পাশ করেছেন মনোজ আগরওয়াল। এসবের পুরস্কার হিসেবেই এবার নতুন ভূমিকায় দেখা যেতে পারে তাঁকে। নতুন বিজেপি সরকারের আমলে মুখ্যসচিব হতে পারেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।তবে আগামী দিনে মনোজ আগরওয়াল মুখ্যসচিব হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ছাব্বিশের নির্বাচনে অসামান্য ভূমিকার জন্যই তাঁকে এই পদে বসানো হল।

আইএএস মনোজ আগরওয়ালের কেরিয়ার বেশ দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল। বি.টেক ডিগ্রিধারী মনোজ ইংরাজি ও হিন্দিতে সমান দক্ষ। বাংলা থেকে ১৯৯০ সালের আইএএস ব্যাচের আমলা। জেলাশাসক থেকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিবের মতো রাজ্যের একাধিক পদের দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু তাই নয়, আইএএস হিসেবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজের রেকর্ড আছে তাঁর। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত মনোজ আগরওয়াল ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।

আইএএস মনোজ আগরওয়ালের কেরিয়ার বেশ দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল। বি.টেক ডিগ্রিধারী মনোজ ইংরাজি ও হিন্দিতে সমান দক্ষ। বাংলা থেকে ১৯৯০ সালের আইএএস ব্যাচের আমলা। জেলাশাসক থেকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিবের মতো রাজ্যের একাধিক পদের দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু তাই নয়, আইএএস হিসেবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজের রেকর্ড আছে তাঁর। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত মনোজ আগরওয়াল ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েই প্রথম বৈঠক শুভেন্দুর, তলব মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব-ডিজি-কে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন ব্রিগেড ময়দানে শপথগ্রহণের পরই নতুন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠান বলে খবর। ময়দানে পূর্ত দফতরের তাঁবুতেই মুখ্যসচিবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয় বলে খবর।পাশাপাশি, বিজেপি-র নতুন সরকার নবান্নে বদলে মহাকরণ থেকেই চলবে। কিন্তু অনেকদিন ধরেই মহাকরণে সংস্কার কাজ চলছে। মহাকরণের সংস্কার কী পর্যায়ে রয়েছে, সে বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের

এরপর ৩ পাতায়

নির্বাচনপর্বে কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত এ বার শুভেন্দুর উপদেষ্টা হচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্যসমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুব্রত গুপ্তকে। দিনদুয়েক আগে তাঁকে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। এ বার সেই সুব্রতকেই নতুন দায়িত্ব দিল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হল। শুধু তা-ই নয়, নিয়োগ করা হল মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবও।উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআরের কাজ শুরু হওয়ার পরে বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক সুব্রতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল এবং পূর্বতন সরকার। সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন সময়ে তাঁর নাম না-করে খোঁচা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আদালতে এসআইআর মামলাতেও সুব্রতের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় তৎকালীন সরকারকে। তবে সুব্রতকে দায়িত্ব থেকে সরায়নি কমিশন। ভোটপর্বেও সুব্রতকে নিয়ে নানা অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল। সেই সুব্রত নতুন সরকারে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা হলেন। শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন শুভেন্দু। তার পরেই তাঁর উপদেষ্টা এবং ব্যক্তিগত সচিব নিয়োগ করা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব করা হল শান্তনু বালাকে। তিনি

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রী হয়েই প্রথম বৈঠক শুভেন্দুর, তলব মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব-ডিজি-কে!

আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। এর পাশাপাশি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি রাজ্যের অর্থ সচিবের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।মুখ্যসচিব ছাড়াও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন। এ দিন শপথ গ্রহণের পর ব্রিগেড প্যারেড ময়দান থেকে প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে ফেরার পথেই ময়দানে পূর্ত দফতরের তাঁবুতে যান মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আরও পাঁচ মন্ত্রীও শপথ নিয়েছেন। সূত্রের খবর, বাকি মন্ত্রীদের শপথগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিবের আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

(১ম পাতার পর)

একটাও বিতর্কিত কথা বলব না, আমি সবার মুখ্যমন্ত্রী!'

করেন।মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরই প্রথমে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু অধিকারী। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, আমি কোনও বিতর্কিত কথা বলব না। আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সবার। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলব, যাঁরা এখনও সমালোচনা করছেন তাঁদের চৈতন্য হোক। বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার মান হারিয়ে গিয়েছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, আসুন আমরা বাংলাকে নবনির্মাণ করি। অনেক দায়িত্ব। এখন এসব রাজনৈতিক কচকচানি, পরস্পরের সমালোচনা করার সময় নয়। আমরা শুধু এগিয়ে যাবো। বিবেকানন্দের কথায়, চরৈবেতি চরৈবেতি।

একদিন মুখ্যমন্ত্রী হবে মেজ ছেলে, জানতেন শিশির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন তাঁর মেজ ছেলে। কিন্তু বয়সের কারণেই ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে আসতে পারেননি তিনি। শনিবার সকাল থেকে টিভি-র পর্দাতেই চোখ রেখেছিলেন শিশির অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে ছেলে সফল হবেন, সে বিষয়েও নিশ্চিত প্রাক্তন সাংসদ।মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও শুভেন্দু সফল হবেন, সে বিষয়েও চরম আত্মবিশ্বাসী শিশির অধিকারী। তাঁর কথায়, 'আমি প্রচণ্ড আশাবাদী, ও সাতটা দফতরের মন্ত্রিত্ব করেছে, পুরসভা চালিয়েছে, ভারতের সবথেকে বড় সমবায় ব্যাঙ্ক চালিয়েছে। ও তো পরীক্ষা দিয়েছে। কিছু পরীক্ষা না দিলে, অঞ্চল প্রধান কী জানে না,

গান্ধিজির মৃত্যুদিন কবে জানে না। অথচ তাঁরাই সংসদে চলে যাচ্ছে।'শিশির অধিকারীর দাবি, মেজ ছেলে শুভেন্দু অধিকারী যে একদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তিনি তা জানতেন।কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার মেচেদায়, একবার দিঘায়, দু বার কাঁথিতে বলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারীই আমার উত্তরসূরি। সেসব কথা

এরপর ৬ পাতায়

ভারত মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেড রি-এন্ট্রি ভেহিকল ব্যবস্থা-সহ উন্নত অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উড্ডয়ন পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত ২০২৬ সালের ৮ মে ওড়িশার ড. এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে 'মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেড রি-এন্ট্রি ভেহিকল' (এমআইআরভি) ব্যবস্থা-সমৃদ্ধ একটি উন্নত অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উড্ডয়ন-পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি একাধিক পেলোডসহ পরীক্ষিত হয়, যা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করেছিল।

টেলিমেট্রি এবং ট্র্যাকিং কার্যক্রম একাধিক স্থল ও জাহাজ-ভিত্তিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলো ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ মুহূর্ত থেকে শুরু করে সমস্ত পেলোডের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা পর্যন্ত সম্পূর্ণ গতিপথ পর্যবেক্ষণ করেছে। ফ্লাইট-সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করেছে যে, এই পরীক্ষার সময় অভিযানের সমস্ত উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জিত হয়েছে।

এই সফল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারত আবারও একটি একক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করে একাধিক কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার সক্ষমতা প্রদর্শন করল। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ডিআরডিও-এর গবেষণাগারগুলোতে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। ডিআরডিও-এর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই পরীক্ষার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং এই সফল ফ্লাইট-টেস্টের জন্য ডিআরডিও, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা-ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে এটি এক অসাধারণ সক্ষমতা যুক্ত করবে।

সম্পাদকীয়

শুভেন্দু অধিকারীকে প্রথম বার্তা মোদির

রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন রাজ্যে শপথ নিল বঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকার। রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শপথগ্রণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ থেকে শুরু করে রাজনাথ সিং, নিতিন নবীন। ছিলেন দেশের অন্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এক ইতিহাস তৈরি করল বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, "৯ মে ২০২৬ ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিনটি ভাগ্যের মোড় ঘোরানো এক মুহূর্ত এবং আশা, মর্যাদা ও সুশাসনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার প্রতীক হিসেবে স্মরণে থাকবে। কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড -এ বিজেপি সরকার শপথ গ্রহণ করল। আমি-সহ আরও অনেকে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি।"শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষের পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর সঙ্গে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনীয়া, নিশীথ প্রামাণিক এবং ক্ষুদিরাম টুডু।

এদিন অনুষ্ঠান শেষে নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার জন্য শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন। উনি এমন একজন নেতা, যিনি সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি থেকে গভীর ভাবে তাঁর আশা আকাঙ্খা বোঝার চেষ্টা করেছেন । আগামী এক ফলপ্রসূ সময়ের আগে তাঁকে আমার শুভেচ্ছা।"

এদিন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিককেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫ মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি। এই মানুষগুলো একেবারে নিচুস্তরে মানুষের জন্য কাজ করেছেন. আমি নিশ্চিত মন্ত্রী হিসাবে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আরও শক্তিশালী ভূমিকা নেবে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মোদি বলেন, "এক সুখকর কাকতালীয় ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল পঁচিশে বৈশাখে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের-এর জন্মজয়ন্তীর দিনে।"

তিনি আরও লেখেন, "এই অনুষ্ঠানে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর কালজয়ী বাণী যুগের পর যুগ জাতির চেতনাকে আলোড়িত করেছে, আর তাঁর দর্শন আজও ভারতের উন্নয়নের পথকে আলোকিত করে চলেছে।"

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন “ ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট” । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাক্‌সিদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম । বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

১৯তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ডেলিগেটদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৯তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ) মুম্বাইয়ের পেডার রোডে এনএফডিসি চত্বরে ১৫-২১ জুন অনুষ্ঠিত হবে। দক্ষিণ এশিয়ার অ-কাহিনী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর এই উৎসবে ডেলিগেটদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়েছে। উৎসাহী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমআইএফএফ-এর নিজস্ব পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করা যেতে পারে : http:// https://miff.in/en । রেজিস্ট্রেশনের কাজ যথাযথ হয়েছে কি না সেটি দেখবার জন্য ডেলিগেটরা https://my.miff.in/dashboard/ -এ ক্লিক করুন। আবেদনকারীদের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫০০ টাকা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের সহায়তার প্রয়োজন হলে registration@miff.in-এ মেল করুন। কোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে http://digitalteam@nfdcindia.com- এই ঠিকানায় মেল করুন।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে দেশ-বিদেশের প্রথম সারির চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ রয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসবে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বদের নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রথমবার ওয়েভস ডক বাজারের আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবে। ১৯তম এমআইএফএফ-এ স্বর্ণ শঙ্খ এবং রৌপ্য শঙ্খ পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও ভি শান্তারাম জীবনকৃতি সম্মান উদ্ভাবনী চলচ্চিত্রের জন্য প্রমোদ পতি পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নির্মিত সেরা চলচ্চিত্র এবং প্রথমবার ছবি তৈরি করেছেন, এ ধরনের পরিচালকদের চলচ্চিত্র নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এমআইএফএফ-এ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কর্মই হচ্ছে মূল ধর্ম এ কথাটি মেনে চলা উচিত, কর্ম যদি খারাপ হয়েছে শনি তাকে ছেড়ে কথা বলে না। কর্মফল দাতা শনি দেব কে নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে শনি একটি গ্রহ ,আর আমাদের সনাতন ধর্মের মানুষ শনিদেবকে সবার বড় ঠাকুর জানে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী ১০ই মে কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা সফর করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৬ সালের ১০ই মে কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা সফর করবেন। সকাল প্রায় ১১টায়, প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরুতে 'দ্য আর্ট অফ লিভিং'-এর ৪৫তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং এই উপলক্ষে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। এরপর, প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদ যাবেন এবং বিকেল প্রায় ৩টায়, তিনি প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই উপলক্ষে তিনিও সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। বিকেল প্রায় ৩:৪৫ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদের 'সিন্ধু হাসপাতাল' জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

বেঙ্গালুরুতে প্রধানমন্ত্রী

১৯৮১ সালে গুরুদেব শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'দ্য আর্ট অফ লিভিং' বর্তমানে ১৮২টি দেশে বিস্তৃত একটি বিশ্বব্যাপী, স্বেচ্ছাসেবক-চালিত মানবিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থার ৪৫তম বার্ষিকী উদযাপন এবং গুরুদেব শ্রী শ্রী রবি শঙ্করের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত 'দ্য আর্ট অফ লিভিং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার'-এ নবনির্মিত 'ধ্যান মন্দির'-এরও উদ্বোধন করবেন; এটি একটি বিশেষ ধ্যানের কক্ষ, যা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সামগ্রিক সুস্থতার একটি স্থান হিসেবে পরিকল্পিত। তিনি 'দ্য আর্ট অফ লিভিং'-এর দেশব্যাপী সেবামূলক উদ্যোগগুলোরও সূচনা করবেন, যার আওতায় মানসিক সুস্থতা, গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং সামাজিক রূপান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালিত হবে।

হায়দ্রাবাদে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৯,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলোর সম্মিলিত লক্ষ্য হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, লজিস্টিক বা পরিবহন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা জোরদার করা এবং যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের আরও উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদ-পানাজি অর্থনৈতিক করিডোরের অন্তর্গত গুডেবেল্লুর থেকে মাহবুবনগর পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক-১৬৭-এর চার-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন; এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,১৭৫ কোটি টাকারও বেশি। এই প্রকল্পটি যানচলাচলকে মসৃণ, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন করে তুলবে; এর ফলে ভ্রমণের সময় প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট কমে আসবে এবং একই সঙ্গে জ্বালানি খরচ ও যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও হ্রাস পাবে। এই মহাসড়কটি তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করবে এবং উভয় রাজ্যের শিল্প উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রী সাঙ্গারেড্ডি জেলায় অবস্থিত জহিরাবাদ শিল্প এলাকার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন। এই শিল্প এলাকাটি 'জাতীয় শিল্প করিডোর উন্নয়ন কর্মসূচি'-র অংশ হিসেবে 'হায়দ্রাবাদ-নাগপুর শিল্প করিডোর'-এর অধীনে গড়ে তোলা হচ্ছে। ৩,২৪৫ একর জায়গা জুড়ে ২,৩৫০ কোটি টাকারও বেশি মোট ব্যয়ে নির্মিতব্য এই প্রকল্পটি কৌশলগতভাবে এনএইচ-৬৫ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত; এটি প্রধান শহর, বন্দর, রেল নেটওয়ার্ক এবং বিমানবন্দরগুলোর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ও বহুমুখী সংযোগ সুবিধা প্রদান করবে। একটি 'স্মার্ট ও সমন্বিত শিল্প নগরী' হিসেবে পরিকল্পিত জহিরাবাদ শিল্প এলাকায় উন্নত ও সুস্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা আগামী প্রজন্মের শিল্পগুলোকে সহায়তা প্রদান করবে। এখানে যেসব মূল শিল্পখাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রপাতি, ধাতু এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। আশা করা হচ্ছে, এই প্রকল্পটি প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী ওয়ারাঙ্গলে অবস্থিত 'পিএম মিত্র পার্ক'-এর উদ্বোধন করবেন; এটি 'কাকতীয় মেগা টেক্সটাইল পার্ক' নামেও পরিচিত এবং এটি পিএম মিত্র প্রকল্প'-এর অধীনে গড়ে তোলা হয়েছে। আনুমানিক ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পার্কটি ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর 'পিএম মিত্র পার্ক'। এটি ভারত সরকারের '৫এফ' (ফার্ম টু ফাইবার টু ফ্যাক্টরি টু ফ্যাশন টু ফরেন)—অর্থাৎ 'খামার থেকে তন্তু, তন্তু থেকে কারখানা, কারখানা থেকে ফ্যাশন এবং ফ্যাশন থেকে বিদেশ' - দর্শনটিকে বাস্তবে রূপায়িত করে। প্রস্তাবিত 'নাগপুর-বিজয়ওয়াড়া গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে' (এনএইচ-১৬৩জি)-এর সন্নিকটে এবং এনএইচ-১৬৩-এর খুব কাছে কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত এই পার্কটি প্রধান রেল নেটওয়ার্ক এবং সমুদ্রবন্দরগুলোর সঙ্গে চমৎকার বহুমুখী সংযোগ সুবিধা প্রদান করে, যা বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পণ্য পরিবহন (লজিস্টিকস) নিশ্চিত করে। একটি বিশ্বমানের শিল্প-বাস্তুতন্ত্র হিসেবে পরিকল্পিত এই পার্কটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সুসজ্জিত; এর মধ্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক, নিজস্ব বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন এবং নিশ্চিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা। এছাড়া, 'জিরো লিকুইড ডিসচার্জ' প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ একটি 'কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' (বর্জ্য জল পরিশোধন কেন্দ্র)-এর মাধ্যমে এটি টেকসই উন্নয়নের

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী ১০ই মে কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা সফর করবেন

ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১,৫৩৫ কোটি টাকা মূল্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেল পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে কাজিপেট-বিজয়ওয়াড়া মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের একাধিক অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ১১৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই প্রকল্পটি অত্যন্ত ব্যস্ত 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক করিডোর'-এ রেললাইনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করবে; যার ফলে ট্রেন চলাচল আরও দ্রুত হবে, যানজট কমবে, সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হবে এবং সমগ্র অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের (ফ্রেইট ট্রাফিক) পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়াও, 'কাজিপেট রেল আন্ডার রেল বাইপাস' প্রকল্পটিও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে। এই কৌশলগত প্রকল্পটি কাজিপেট জংশনের ওপর থেকে যানজটের চাপ কমাবে; কারণ এর ফলে হায়দ্রাবাদ, বলহারশাহ এবং বিজয়ওয়াড়ার দিকে একই সময়ে ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে। এর ফলে রেল পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ট্রেন চলাচলে বিলম্বের ঘটনা হ্রাস পাবে।

প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদে অবস্থিত 'ইন্ডিয়ান অয়েল'-এর 'মালকাপুর টার্মিনাল প্রকল্প'টিও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন, যা ৬০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই মালকাপুর টার্মিনালটি স্থাপন করা হয়েছে। এই টার্মিনালটির মোট ধারণক্ষমতা ১,৬৫,০০০ কিলোলিটার।

ভারতের স্বাস্থ্য- পরিষেবা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একটি বিশাল মাইলফলক হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী হায়দ্রাবাদে অবস্থিত 'সিন্ধু হাসপাতাল'টিও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এটি একটি অত্যাধুনিক, মূলত ক্যান্সার চিকিৎসার ওপর নিবদ্ধ, মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি এবং চতুর্থ স্তরের সেবা প্রদানকারী একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ১৮ তলা বিশিষ্ট এবং ২১ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই হাসপাতালে ১,৫০০টি শয্যা, ১৫০টিরও বেশি ডাক্তারী পরামর্শ কক্ষ এবং ২৯টি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এই হাসপাতালে কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি, ক্যান্সারের অস্ত্রোপচার, অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন, উন্নত মানের নিবিড় পরিচর্যা এবং ৩৩টিরও বেশি বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবাসহ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। অত্যাধুনিক রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, আধুনিক গবেষণাগার এবং ব্লাড সেন্টার বা রক্তদান কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা এই চিকিৎসা সেবাসমূহকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

এই প্রকল্পগুলো প্রধানমন্ত্রীর সেই দূরদৃষ্টিরই প্রতিফলন, যার মূলমন্ত্র হলো - 'বিকশিত ভারতের জন্য বিকশিত তেলেঙ্গানা'। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য হলো সমন্বিত পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন ও অধিকতর সংযুক্ত জাতি গঠন করা।

(২ পাতার পর)

নির্বাচনপর্বে কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত এ বার শুভেন্দুর উপদেষ্টা হচ্ছেন

২০১৭ ব্যাচের আইএএস। এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন তিনি। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিয়োগ করল নবান্ন। গত বছরের অক্টোবরে রাজ্যে যখন বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুরু হয় সেই সময় সুব্রতকে বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিল নির্বাচন কমিশন। এসআইআরের কাজে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবে সুব্রতের ভূমিকায় কমিশন সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁকে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসাবেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনপর্ব মেটার পর গত বৃহস্পতিবার কমিশন সুব্রতকে তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়। দু'দিন কাটতে না কাটতেই নতুন সরকারে নতুন ভূমিকায় সুব্রত।

(৩ পাতার পর)

একদিন মুখ্যমন্ত্রী হবে মেজ ছেলে, জানতেন শিশির

আজকে টানতে চাই না। একটা ভুল পথে আমরা পরিচালিত হয়েছিলাম। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বহুবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু শুভেন্দু-দিব্যেন্দুদের মুখের দিকে তাকিয়ে তখন কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। শুভেন্দু যে পদক্ষেপ নিতে পেরেছে, আমি পারিনি। আমাদের গোটা পরিবার ওর সঙ্গে আছে।'

শারীরিক কারণেই ছেলে মেজ ছেলে শুভেন্দু তাঁকে কড়া শাসনের মধ্যেই রাখেন। সেকথাও হাসি মুখেই স্বীকার করেছেন শিশির। এ দিন ব্রিগেডের শপথ অনুষ্ঠানে না আসা প্রসঙ্গে শিশির বলেন, 'অত ভিড়ের মধ্যে আমি গেলে সমস্যা হতে পারত। টিভি-তেই সব দেখেছি, আনন্দ পেয়েছি। আমাকে নিয়ন্ত্রণের চাবি তো ওর কাছে আছে। বাবাকে তো নিয়ন্ত্রণ ছেলে করে। সেই নিয়ন্ত্রণ ও করেছে।'

শিশির অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও হবে আমি জানতাম। দিল্লিতে পৌঁছলে সমস্ত নেতা, বড় বড় অফিসাররা ওর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চান। যাঁর মধ্যে কিছু গুণ আছে বলেই তো সবাই ডেকে কথা বলতে চান।'

শিশির জানিয়েছেন,রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেও এখনও সাধারণ জীবনযাপন করেন শুভেন্দু। মেজ ছেলে অকৃতদার থেকে যাওয়াতেও কোনও আফসোস নেই শিশিরের। মেজ ছেলে শুভেন্দুর জীবনযাপন নিয়ে তিনি বলেন, 'ওর কোনও অভাব নেই। অনেক ভাল ভাবে থাকতে পারত। নন্দীগ্রামের যুদ্ধই ওকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। সোফায় শুয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে খাটে ঘুমোয়। সেটাও একটা ছোট খাট। এটা নন্দীগ্রাম যুদ্ধের ফল। হয়তো হঠাৎ কোনও খবর আসল, সঙ্গে সঙ্গে বেরোতে হবে। তাই খাটিয়াতেই শুয়ে থাকে।'

শুভেন্দুর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তকেও সমর্থন জানিয়েছেন শিশির। তাঁর কথায়, 'এটা অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্ত, কুমারচন্দ্র জানার আশীর্বাদ। আমাদের পরিবারে এসব আছে। কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যান, কেউ বিয়ে করেন না। আমাদের অনেক বড় পরিবার। অনেক দিন ধরেই আমাদের পরিবারে এই ঐতিহ্য আছে, সেটাই শুভেন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাবধারায় ও বিশ্বাসী। সেই কারণেই বিয়েটা করল না।'

সিনেমার খবর

২৭ বছর পর ঐশ্বরিয়া-অক্ষয়ের 'তাল'-এর সিক্যুয়াল আসছে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাল ফ্যাশনের চিত্রনাট্য, ভিএফএক্সের বাড়বাড়ন্ত আর দক্ষিণী সিনেমার ভিড়েও নব্বই দশকের ছেলেমেয়েরা নস্ট্যালজিয়ায় ভর করে বাঁচতে ভালোবাসে বললে অত্যুক্তি হবে না। কথায় আছে— পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। ঠিক সে রকমই নব্বই দশকের সিনেমাগুলো টেলিভিশনের পর্দায় যখন বিভিন্ন সময় ফিরে আসে, ঠিক তখনই দর্শকমনেও দোলা দেয়। সিক্যুয়েলের যুগে যদি সেই কাল্ট ক্লাসিক সিনেমাগুলোর সিক্যুয়াল তৈরি হয়। সেই সিনেপ্রেমী দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই 'তাল-২' সিনেমার সিক্যুয়াল নিয়ে ভাবছেন পরিচালক সুভাষ ঘাই?

১৯৯৯ সালে পরিচালক সুভাষ ঘাইয়ের নির্দেশনায় মুক্তি পেয়েছিল ব্লকবাস্টার মুভি 'তাল'। অভিনেতা অক্ষয় খান্না, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অনিল কাপুরের সম্পর্কের সমীকরণে মন মজেছিল দর্শকদের। দীর্ঘ ২৭ বছর পর তৈরি হবে 'তাল টু'? সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে সুভাষ ঘাইয়ের একটিই প্রশ্ন— 'তাল টু' নিয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছে। তিনি জানতে চেয়েছেন আজকের দিনে 'তাল টু' তৈরি সম্ভব কিনা?

সুভাষ ঘাই বলেন, 'তালের চিত্রনাট্যে না ছিল কোনো ভিলেন, না কোনো যৌনতার ছোঁয়া কিংবা হিংসা। জেন জি এই গল্প কতটা পছন্দ করবে? আমরা স্ক্রিপ্ট প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। এখন মনে হচ্ছে— এটা হয়তো সঠিক সময় নয়।

সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে নিজের পোস্টে পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন— সেই সময় তাল সিনেমার চিত্রনাট্যে কোনো ভিলেন ছিল না, কোনো যৌনতার ছোঁয়াও ছিল না। আজকের জেন জি এই গল্প কতটা পছন্দ করবে সেটা নিয়েই সন্দিহান।

এ বর্ষীয়ান পরিচালক বলেন, আমি যে পোস্টটা শেয়ার করেছি, সেটা একটা প্রশ্ন মাত্র। এর উত্তর দর্শকরাই দেবেন। গত ১৫ বছর ধরে আমি একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছি— আপনি আবার কবে তাল বানাবেন? সেই তালের এনার্জি এতটাই শক্তিশালী যে, জেন জিও আমাকে তালের সিক্যুয়াল বানানোর অনুরোধ করছে। কিন্তু বিষয়টি যতটা সহজ মনে হচ্ছে, বাস্তবে ততটাই কঠিন।

তিনি বলেন, যখন তাল তৈরি হয়েছিল,তখন অক্ষয় খান্না আর ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন দুজনেই ইন্ডাস্ট্রিতে সদ্য পা রেখেছিলেন। সেই কারণে পর্দায় তাদের প্রেমের গল্পের বুনোট দর্শকহৃদয় স্পর্শ করেছিল। একই রকমভাবে অনিল কাপুর তখন একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা। ওর চরিত্রটিকেও সেভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছিল। একটা ভালো স্ক্রিপ্ট লেখার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো— সঠিক কাস্টিং। আমার যে ছবিগুলো বক্স অফিসে খারাপ ব্যবসা করেছিল, তার প্রধান কারণ ছিল— ভুল কাস্টিং।

কোনো নারীই 'ট্রফি' হতে চায় না: প্রীতি জিনতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল চলাকালীন মাঠে প্রীতি জিনতার উপস্থিতি বরাবরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দলের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে তার আবেগও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তবে সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে এক ব্যক্তি তাকে পাঞ্জাব কিংসের 'ট্রফি' বলে কটাক্ষ করেন, যা নিয়ে তিনি সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে ওই মন্তব্যের জবাবে প্রীতি বলেন, এমন তুলনা আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসা মনে হলেও তা আসলে নারীদের অবমূল্যায়ন করে।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কোনো নারীই 'ট্রফি' হতে চান না—ট্রফি কেনা যায়, কিন্তু নারী নয়। ট্রফি কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হয়, অথচ নারীর জায়গা সেখানে নয়; বরং তার

প্রাপ্য স্থান মানুষের জীবন ও হৃদয়ে।

নারীর সম্মান নিয়ে তার এই বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই তার অবস্থানকে সমর্থন জানান। অনেকের মতে, তিনি কেবল একজন অভিনেত্রীই নন, বরং সমাজ সচেতন একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব হিসেবেও নিজেকে তুলে ধরেছেন।

একই আলোচনায় নিজের কাজ নিয়েও কথা বলেন প্রীতি। তিনি জানান, 'লাহোর ১৯৪৭' ছবিটি নিয়ে তিনি ভীষণ উচ্ছ্বসিত। পিরিয়ড ড্রামায় কাজ করার ইচ্ছা তার দীর্ঘদিনের, আর রাজ কুমার সন্তোষীর মতো পরিচালকের সঙ্গে এবং সানি দেওলের সঙ্গে কাজ করা তার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা।

এছাড়া ভাইব নামের আরেকটি ছবির কথাও উল্লেখ করেন তিনি, যা হালকা মেজাজের ও বিনোদনধর্মী। গম্ভীর গল্পের 'লাহোর ১৯৪৭'-এর পর এই ছবিতে কাজ করে তিনি আলাদা আনন্দ পেয়েছেন বলেও জানান।

ব্যস্ত ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবনের মাঝেও নারীর মর্যাদা নিয়ে তার এমন দৃঢ় অবস্থান বিনোদন জগতে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তার মতে, নারীকে বস্তু হিসেবে নয়, সম্মানের সঙ্গে মূল্যায়ন করাই প্রকৃত প্রজ্ঞার পরিচয়।

কী করেছিলেন অক্ষয়, কেন ট্রমায় চলে যান জ্যাকলিন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করতে শ্রীলংকা থেকে আসা জ্যাকলিন ফার্নান্দেজকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে একাধিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। সহ-অভিনেতা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে এক ঘটনায় নাকি তিনি মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জ্যাকলিন জানান, 'হাউসফুল' ছবির শুটিংয়ের সময় তার প্রথম আইটেম গান 'ধন্নো'র শুটিংয়ের আগে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। সেটে অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। তা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যান জ্যাকলিন। অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করেন, এত পুলিশ কেন রয়েছে? জবাবে অক্ষয় কৌতুক করে বলেন, ওরা তোমার জন্য এসেছে, শট শেষ হলেই তোমাকে থানায় নিয়ে যাবে! এ মন্তব্য শুনে মুহূর্তেই ভয় পেয়ে যান জ্যাকলিন। তিনি জানান, পুরো নাচের শুটিংটাই তিনি আতঙ্ক নিয়ে শেষ করেন এবং অনেকদিন সেই ভয় তার মনে থেকে যায়।

জ্যাকলিন বলেন, আমি বারবার ভাবছিলাম, আমি কী অপরাধ করেছি! পরে অবশ্য অক্ষয় বিষয়টি নিয়ে ক্ষমা চান এবং জানান, এটি কেবলই মজার ছলে করা মন্তব্য ছিল। সেটে হালকা পরিবেশ বজায় রাখতেই তিনি এমনটা করেন।

দুরন্ত সেঞ্চুরি অ্যালেনের, শেষ চারের স্বপ্ন দেখছে কেকেআর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কামব্যাক হয়ত একেই বলে। প্রথম ৬ ম্যাচে ৫ হার। দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রমাগত চর্বিতচর্বন হয়ে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্রমাগত হচ্ছে অধিনায়ক রাহানের মুণ্ডপাত। কেকেআর সমর্থকরা পারলে রাহানেসহ কেকেআর ম্যানেজমেন্টকেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেন। সেখান থেকে কি যে হল, পরপর জিততে শুরু করেছে দল। শেষ ৫ ম্যাচে টানা ৪ জয় পেল নাইটরা। আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লিকে হারাল ৮ উইকেট। শতরান করলেন ফিন অ্যালেন । অপরাজিত রইলেন ক্যামেরন গ্রিন । আর কী চাই? টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন নাইট অধিনায়ক রাহানে। আজকেও খেললেন না পাথিরানা। কেন, উত্তর নেই। কবে খেলবেন, তাও জানা নেই। ১৮ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে কেনার কী অর্থ, সেই প্রশ্নেরও উত্তর নেই নাইট ম্যানেজমেন্টের কাছে। পাওয়ার প্লেতে আউট হলেন কে এল রাহুল (২৯)। দুরন্ত অর্ধশতরান করলেন পাথুম নিশঙ্কা। ২৯ বলে ৫০ রানের ইনিংস

সাজানো ৫টি চার ও ৩টি ছয় দিয়ে। তিনি স্টাম্পড আউট না হলে হয়ত এতটা খারাপ অবস্থা হত না দিল্লির। প্রাক্তন নাইট অধিনায়ক নীতিশ রানা (৮), সমীর রিজভী (৩), ট্রিস্টান স্টাবস্ (২) সবাই ব্যর্থ। অধিনায়ক অক্ষরের ব্যাট থেকে এল মাত্র ১১। একসময় ৮৯/৫ হয়ে গিয়েছিল দিল্লির স্কোর। আশুতোষ শর্মার ২৮ বলে ৩৯ রানের ইনিংস না থাকলে ১৪২ রানও পেরোত না দিল্লি। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন অনুকূল রায় ও কার্তিক ত্যাগী।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৯ বলে ১৩ রান করেই আউট হয়ে যান নাইট ক্যাপ্টেন রাহানে। এই আইপিএলে দু-একটি ম্যাচ বাদ দিয়ে এখনও বড় রানের মুখ দেখেননি জিঙ্কস। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (১) আজ ব্যর্থ। ক্যামেরন গ্রিনের ৩৩ রানের ইনিংস বাদ দিলে কেকেআর ব্যাটিং আজ পুরোই অ্যালেনময়। বিশ্বকাপে তাঁর দুরন্ত ফর্মের পরেই সুযোগ পান কেকেআর দলে। প্রথমদিকে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বদলে খেলছিলেন টিম সেইফার্ট। আজ শুরু থেকেই দাপুটে ব্যাটিং করেছেন এই কিউয়ি ব্যাটার। তাঁর ৫টি বাউন্ডারি ও ১০টি ছক্কায় সাজানো ৪৭ বলে ১০০ রানের ইনিংসের সৌজন্যেই প্রায় ৫ ওভার বাকি থাকতেই জয়ের মুখ দেখল কেকেআর। শেষ সময়ে কেকেআরের জয়ের জন্য দরকার ছিল ২ রান। অ্যালেনের সেঞ্চুরির জন্য ৬ রান। মুকেশ কুমারের বলে ৬ মেরেই সেঞ্চুরি পূরণ করলেন ফিন।

একসময় টানা হারলেও এবার ক্রমাগত জিততে শুরু করেছে কেকেআর। অতীতেও টানা ম্যাচ জিতে ভাল ফল করেছে গম্ভীরের কেকেআর। ১০ ম্যাচ খেলে ৪ জয় নিয়ে ৯ পয়েন্ট পেয়ে পয়েন্টস টেবিলের ৭ নম্বরে রাহানেরা। ১৩ মে তাদের পরবর্তী ম্যাচ আরসিবি-র বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে জিতে কি প্লে-অফের আরও কাছে চলে যাবে নাইটরা, নাকি কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্ন ভেঙে দেবেন কোহলিরা ? মাথায় রাখতে হবে, এক ম্যাচ হার মানেই শেষ চারের দৌড়ে পিছিয়ে পড়া। আইপিএল টেবিলটাই যে সাপ লুডোর সিঁড়ি। এক ম্যাচে পদস্খলন মানেই সাক্ষাৎ বিদায় !

মৌসুম শেষ মদরিচের, বিশ্বকাপ নিয়েও শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জুভেন্টাস ম্যাচে মুখে মারাত্মক আঘাতের ফলে সিরি'আ লিগে মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোতে খেলা হবে না ক্রোয়েট মিডফিল্ডার লুকা মদরিচের। সোমবার ক্রোয়েশিয়ান গণমাধ্যম ‘স্পোর্টসকে নভোস্তি’ জানিয়েছে, লুকা মদরিচের গালের হাড়ে জোড়া ফাটল ধরা পড়েছে। এসি মিলানের হয়ে তার এই মৌসুম শেষ হয়ে গেছে।

বিশ্বকাপের আগে এই চোটের খবর বেশ উদ্বেগজনক হলেও ধারণা করা হচ্ছে, সুরক্ষামূলক মাস্ক পরেই মাঠে নামবেন মদরিচ। তবে তার সুস্থ হতে কেমন সময় লাগবে বা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন কি না, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

জুভেন্টাসের বিপক্ষে ম্যাচে লোকাত্যাল্লির সঙ্গে সংঘর্ষে মুখে প্রচণ্ড আঘাত পান মদরিচ। সঙ্গে সঙ্গে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। মাঠ ছাড়ার সময় মচরিচের মুখে বরফ দেওয়া ছিল।

৯০০০ রানের মাইলফলক, আইপিএলে অনন্য রেকর্ড কোহলির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনন্য অর্জন থেকে কেবল ১১ রান দূরে ছিলেন বিরাট কোহলি। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে পাওয়ার প্লের শেষ বলে হাতে ধরা দিল ওই অর্জন। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে নয় হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ভারতের এই ব্যাটিং গ্রেট।

পরের ওভারে অবশ্য তিন বলের মধ্যে দুটি ছক্কা মেরে নিজের মতো করেই ম্যাচের সমাপ্তি টানেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জ বেঙ্গালুরু ওপেনার। ১৫ বলে দুই ছক্কা ও এক চারে তিনি অপরাজিত থাকেন ২৩ রানে। একপেশে ম্যাচে সোমবার (২৭ এপ্রিল) দিল্লি ক্যাপিটালসকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে বেঙ্গালুরু। ৭৬ রানের লক্ষ্য তারা পেরিয়ে গেছে ৮১ বল বাকি থাকতে।

বোলারদের রাঙিয়ে রাখা দিনে নিজেকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন আইপিএল ক্যারিয়ারের পুরোটাই বেঙ্গালুরুতে খেলা কোহলি। ২৭৫ ইনিংসে আট সেঞ্চুরি ও ৬৬ ফিফটিতে আইপিএলে কোহলির রান ৯ হাজার ১২। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১১৩। স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৮০ ও গড় ৪০.০৫।

প্রসঙ্গত, ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আট হাজার রানও নেই আর কারো। সাত হাজার আর করতে পেরেছেন কেবল রোহিত শার্মা (৭ হাজার ১৮৩)।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR